১৯

মনপরিবর্তন

আমরা অনেক সময় যে সকল পরিস্থিতিতে থাকি অনেক সময় আমাদের সেই পরিস্থিতি দিয়েই আমাদের আত্মিক মূল্যমান নির্ধারণ করি। একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য লূক ১৬ অধ্যায়ে আছে, যেখানে ধনী ব্যক্তি ও লাসারের কথা বলা হয়েছে, যাহা এই বিষয়টি যে কত সত্য তাহা বর্ণনা করে। ধনী ব্যক্তির এই জীবনে অন্যদের বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তাই ছিল না এবং দৃশ্যতঃ তাহার আত্মিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন চিন্তাই ছিল না। তাহার ভাবনা সকল তাহার নিজের স্বার্থপরতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ছোট জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সে যে কর্ম করেছিল তাহার ফল প্রাপ্ত হতে মৃত্যুর পরে তিনি পরকালে চলে গেলেন। তিনি বিলাস বহুল জীবন থেকে যন্ত্রণায় চলে গেলেন সেই আত্মিক জগতের মধ্যে যাহাকে "পাতাল/Hades" বলে (লূক ১৬:২৩)।

তাহার মৃত্যুর পরে তাহার জীবনের প্রাধান্যতা সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। তখন দুটি চিন্তাই তাহার উপরে প্রভাব ফেলেছিলঃ প্রথমত, তিনি তাহার আত্মার জন্য (সম্ভবত প্রথম বারের মত) চিন্তিত হলেন। তিনি দয়া এবং অনুগ্রহের জন্য আকুতি মিনতি করলেন। যীশু বলেছিলেন, "তাহাতে সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, পিতঃ অব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন, লাসারকে পাঠাইয়া দিউন, যেন সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা শীতল করে, কেননা এই অগ্নিশিখায় আমি যন্ত্রণা পাইতেছি" (লূক ১৬:২৪)।

দ্বিতীয়, তিনি তাহার ভাইদের আত্মিক অবস্থা সম্পর্কে উচ্চারণ করেছিলেন। এটা হয়তো তাহার জীবনের প্রথমবার ছিল যে তিনি

তাহার ভাইদের জন্য এক ধরনের আত্মিক প্রেমের কথা উচ্চারণ করেছিলেন। এই স্বল্প মুহূর্তের যাতনা তাহাকে এক ধর্ম প্রচারকের হৃদয় দান করেছিল। তিনি অনুনয় করেছিলেন,

> তখন সে কহিল, তবে আমি আপনাকে বিনয় করি, পিতঃ, আমার পিতার বাটীতে উহাকে পাঠাইয়া দিউন; কেননা আমার পাঁচটি ভাই আছে; সে গিয়া তাহাদের নিকটে সাক্ষ্য দিউক, যেন তাহারাও এই যাতনা-স্থানে না আইসে (লূক ১৬:২৭,২৮)।

যখন তাহাকে বলা হয়েছিল যে তাহার ভাইদেরও অন্য সকলার ন্যায় ব্যবস্থা ও ভাববানী পুস্তকগুলি পড়া উচিত ছিল, তখন সে অনুনয় করলেন, "তাহা নয়, পিতঃ অব্রাহাম, বরং মৃতদের মধ্য হইতে যদি কেহ তাহাদের নিকটে যায়, তাহা হইলে তাহারা মন ফিরাইবে" (লূক ১৬:৩০)। এই কি প্রথম বারের মত তিনি মন পরিবর্তন শব্দটি ব্যক্ত করেছিলেন? মৃত্যু, তাহার চিন্তা ও তাহার আগ্রহের পরিবর্তন করেছিল। তিনি জানতেন যে তাহার ভাইদের কি প্রয়োজন ছিল- রূপান্তরযোগ্য মন পরিবর্তন।

সময় ও পরকাল আমাদের সবাইকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে যে জীবনের সবচেয়ে বড় বিষয় হল মন পরিবর্তন। এই উপলব্ধি সজোরে আমাদেরকে আঘাত করে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যেন আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে না হয়। যীশু বলেছিলেন, "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নয়; বরং যদি মন না ফিরাও, তোমরা সকলেই তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে" (লূক ১৩:৩,৫)। পৌল আথিনীদের প্রতি মন পরিবর্তনের আদেশের সকল ব্যতিক্রম বিষয়গুলিকে ঘোষণার মাধ্যমে দূর করে দিয়েছিলেনঃ "ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সর্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মনপরিবর্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন" (প্রেরিত ১৭:৩০)। মনুষ্য, ঈশ্বরের সম্মুখে দুইটি পথের যে কোন একটি দিয়া গমনাগমন করেঃ মন পরিবর্তনের পথ অথবা বিদ্রোহের পথ। একটি মাত্র কারণের জন্য ঈশ্বর যীশুর আগমন পিছিয়ে দিতেছেন- মনুষ্যকে মনপরিবর্তনের সময় দিতেঃ "প্রভুর নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নহেন—যেমন কেহ কেহ দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে—কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘ-সহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে, এই তাঁহার বাসনা" (২পিতর ৩:৯)। প্রত্যেক মানুষের

শেষ গন্তব্য তাহার মন পরিবর্তন করেছে কিনা তাহারই উপরে নির্ভর করতেছেঃ "কিন্তু যাহারা ভীরু, বা অবিশ্বাসী, বা ঘৃণার্হ, বা নরঘাতক, বা বেশ্যাগামী, বা মায়াবী, বা প্রতিমাপূজক, তাহাদের এবং সমস্ত মিথ্যাবাদীর অংশ অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু" (প্রকা ২১:৮)।

মণ্ডলী হল সেই লোকদের দ্বারা গঠিত যাহারা নতুন নিয়মের মন পরিবর্তনের আহবানে সাড়া দিয়েছেন। খ্রীষ্টিয়ান হল তাহারা যাহারা প্রভুর নামে ডেকেছেন ও মন্দতা হতে মন ফিরিয়েছেন (২তীম ২:১৯)। খ্রীষ্টেতে দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাহারা অন্ধকারের কর্তৃত্ব হতে উদ্ধার পেয়েছেন এবং ঈশ্বরের পুত্রের রাজ্যে আনিত হয়েছেন (কলসীয় ১:১৩)। যে অজ্ঞানতা ও অবাধ্যতায় তাহারা জীবন ধারণ করতেন সেই পুরাতন অভিলাষে ফিরে আসতে প্রত্যাখ্যান করে ঈশ্বরের বাধ্য সন্তান হিসাবে জীবন ধারণ করতে তাহারা নিজেরা প্রতিজ্ঞা করেছেন (১পিতর ১:১৪)। যিনি তাহাদের আহবান করেছেন তাহাদের আকাঙ্ক্ষা হল তাঁহারই মত হবার। তাহাদের প্রভুর আকাঙ্ক্ষাকে তাহাদের কর্মে স্বীকার করে, তাহাদের সকল আচার ব্যবহারে তাঁহাকে অনুসরণ করতে তাহারা কঠোর চেষ্টা করতেছেনঃ "তোমরা পবিত্র হইবে, কারণ আমি পবিত্র" (১পিতর ১:১৬)।

অতএব মন পরিবর্তন হল একটি কোণের প্রস্তর শব্দ এবং যে কোন ব্যক্তির জন্য একটি প্রধান মনোভাব যিনি প্রভুর মণ্ডলীর একজন সদস্য ও একজন খ্রীষ্টিয়ান হতে চান। মণ্ডলীর প্রকৃতি এই শব্দটির মূল অর্থ ও ভাবার্থের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। মন পরিবর্তন হল সেই প্রকার লোকদের একটি উপাধি যাহাদেরকে ঈশ্বর তাঁহার মণ্ডলী বলে আখ্যা দিয়েছেনঃ অনুতপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা মণ্ডলী গঠিত হয়েছে। যখন পিতর কর্নিলীয়ের বাড়ীতে পরজাতিদের বাপ্তিস্মের বিষয় যিরূশালেমে যিহূদী খ্রীষ্টিয়ানদের নিকটে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখন এই যিহূদী ভ্রাতৃগণ এই কথা বলে উত্তর দিয়েছিলেন, "তবে ত ঈশ্বর পরজাতীয় লোকদিগকেও জীবনার্থক মন পরিবর্তন দান করিয়াছেন" (দেখুন প্রেরিত ১১:১৮)। ইহা তাহাদের কাছে পরিষ্কার ছিল, এবং ইহা আমাদের কাছেও স্পষ্ট হওয়া উচিত, যে সত্য জীবনের দরজা

কেবলমাত্র সত্যিকার মন পরিবর্তন দ্বারা উন্মুক্ত হয়।

মন পরিবর্তন কি? আসুন আমরা এই শব্দটিকে আরও সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করি যেন ইহা কি ও ইহার অর্থ কি তাহা বুঝতে ভুল না হয়। ইহা ব্যাখ্যা করতে আমরা শৌলের ধর্মান্তরিত হওয়ার পটভূমি ব্যবহার করব।

পাপ হতে ফেরা

প্রথম, মন পরিবর্তন হল পাপ হতে ফিরে আসা, মন্দতার গতিপথের পরিবর্তন করা।

মন পরিবর্তন হল ব্যক্তি উন্নতি অপেক্ষা অধিক কিছু, একজন ব্যক্তির জীবন অধিকতর নিয়ন্ত্রণে থাকা অপেক্ষাও অধিক কিছু। ইহা হল গভীরে স্থাপিত একটি দৃঢ় সংকল্প, ঈশ্বরের নিকটে যাহা কিছু অসংগত সবকিছু পরিত্যাগ করবার একটি সিদ্ধান্ত। এই দৃঢ় সংকল্প হল সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন যাহাকে যীশু নতুন জন্ম বলে অভিহিত করেছিলেন (যোহন ৩:৩)।

মন পরিবর্তন কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি যে পাপ করেছে তাহার কৃত সেই পাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা নয়। পাপ করেছেন বলিয়া যে কেহ দুঃখ প্রকাশ করতে পারেন কারণ পাপ তাহার উপরে যে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে অথবা ঐ পাপের জন্য তাহাকে যে পরিমাণ জরিমানা দিতে হয়েছে তাহার জন্য। যীশুকে সমর্পণ করেছিল বলে যিহূদা অনুশোচনা করেছিল, কিন্তু সে মন পরিবর্তন করে নাই (মথি ২৭:৩)। পিতর, যিনি খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেছিলেন (মথি ২৬:৩৪, ৬৯-৭৫), কিন্তু পরে মন পরিবর্তন করেছিলেন; যিহূদা শুধুমাত্র অনুশোচনা করেছিল। একজন ব্যক্তি পাপ করেছে বলে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হতে পারে, তবুও মন পরিবর্তন কখনই করে না।

মন পরিবর্তন, কেবলমাত্র পাপে দোষী করা নয়। পঞ্চাশত্তমীর দিনে, যিহূদীদের পাপের বিষয় তুলে ধরেছিলেন, যাহারা পিতরের বক্তব্য শ্রবণ করেছিলেন। তাহার কথাগুলি তাহাদের হৃদয়কে দোষী

করেছিল, আর তাহারা আর্তনাদের স্বরে বলেছিলেন, "আমরা কি করিব?" (প্রেরিত ২:৩৭)। যাহা হউক, পিতর তাহাদের দোষী হওয়ার বিবেচনাকে মন পরিবর্তন হিসাবে গ্রহণ করেন নাই; কেননা তাহাদের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, "মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে" (প্রেরিত ২:৩৮)।

মন পরিবর্তন কেবলমাত্র ধার্মিকতাযুক্ত দুঃখ প্রকাশই নয়। পৌলের কথা অনুসারে পাপের জন্য ধার্মিকতাযুক্ত দুঃখ প্রকাশ অগ্রবর্তী হলে মন পরিবর্তন উৎপন্ন করেঃ

> কারণ ঈশ্বরের মতানুযায়ী যে মনোদুঃখ, তাহা পরিত্রাণজনক এমন মনপরিবর্তন উৎপন্ন করে, যাহা অনুশোচনীয় নয়; কিন্তু জগতের মনোদুঃখ মৃত্যু সাধন করে (২করি ৭:১০)।

ধার্মিকতাযুক্ত দুঃখ প্রকাশ হল মন পরিবর্তনের পদ্ধতির অংশ, কিন্তু ইহা মন পরিবর্তন নয়।

এমনকি জীবনের সংশোধনকে মন পরিবর্তন বলে সংজ্ঞাও দেওয়া যায় না। বাস্তবিক, ইহাই জীবনের সংশোধন করে। যদি মন পরিবর্তন একটি সংশোধিত জীবন উৎপন্ন না করে, তবে ইহা প্রকৃত মন পরিবর্তন নয়; কিন্তু সংশোধিত জীবন একক ভাবে মন পরিবর্তন নয়। যোহন বাপ্তাইজক লোকদেরকে তাহার নিকটে আসতে অনুরোধ করেছিলেন, "অতএব মন পরিবর্তনের উপযোগী ফলে ফলবান হও" (মথি ৩:৮)। প্রকৃত মন পরিবর্তন পরিবর্তিত জীবনের ফলের পূর্বে আসে, যাহা হল জীবনের পরিবর্তন।

পাপের সম্বন্ধে একজন ব্যক্তির ইচ্ছার পরিবর্তনের দৃঢ় সংকল্পের সাথে মন পরিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে। ইহাতে বুদ্ধি, আবেগ ও বিবেক সম্পৃক্ত রয়েছে। পাপ হতে মনের এই পরিবর্তন মনুষ্য সত্বায় এতই অধিক শক্তিশালী যে ইহা একজন ব্যক্তিকে জীবনের পথ পরিত্যাগ করতে সমর্থ করে। বাস্তিস্মে, একজন ব্যক্তি পুরাতন মনুষ্যকে ক্রুশারোপিত করে পাপের সম্বন্ধে নিজের আত্মিক মৃত্যুর মধ্য

দিয়ে নিমজ্জিত হয়ে থাকে, যেন পাপের দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় (রোমীয় ৬:৬)।

মন পরিবর্তনের এই অর্থ শৌলের দীক্ষায় স্পষ্ট দেখা যায়। তার্স নগরের শৌল ছিলেন একজন ফরিশী, ইব্রীয়কূলজাত ইব্রীয় (ফিলি ৩:৫)। মোশির ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ছিলেন নির্দোষ (ফিলি ৩:৬)। অন্য কথায়, ব্যবস্থা পালনে অকৃতকার্যতা সম্পর্কে তাহার বিরুদ্ধে কোন বৈধ অভিযোগ ছিল না। একজন ফরিশী হিসাবে- উচ্চ যিহূদীধর্মের একজন যিহূদী হিসাবে- শৌল বিশ্বাস করেছিলেন যে, যীশু ছিলেন একজন প্রতারক এবং তিনি যিহূদীধর্ম ধ্বংস করতে পরিকল্পনা করেছিলেন। শৌল চিন্তা করেছিলেন যে তিনি একটি ধ্বংসাত্মক নির্যাতনের প্রচণ্ড প্রকোপ সহকারে এই যীশুকে অবশ্যই প্রতিরোধ করবেন। কোন রকম সন্দেহ ছাড়াই, যে কেহ যীশুকে অনুসরণ করত তিনি তাহাকে শত্রু হিসাবে বিবেচনা করতেন। নিষ্ঠুর শক্তি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে, তিনি খ্রীষ্টের মণ্ডলীকে বিনাশ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

যখন তিনি মণ্ডলীকে নির্যাতন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তখন শৌল মহা-যাজকের পৃষ্ঠপোষকতা যাঞ্চা করেছিলেন (প্রেরিত ৯:১,২)। যখন তিনি তাহার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ক্ষমতা পেলেন, তখন তাহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে দম্মেশকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যখন তিনি দম্মেশকের পথে যাইতেছিলেন, তখন প্রভু যীশু অত্যন্ত উজ্জ্বলতায় তাহার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন যাহা দুপুরের সূর্যকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রভুর উপস্থিতির জ্যোতি দ্বারা অন্ধ হয়ে শৌল ভূমিতে পড়ে গিয়েছিলেন। যখন শৌল পৃথিবী কাঁপানো দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সত্য উপলব্ধি করলেন যে, যিনি তাহার সাথে কথা বলতেছিলেন তিনি হলেন খ্রীষ্ট যীশু, ঈশ্বরের পুত্র, তখন তিনি গভীর অনুতাপের ও অনুশোচনার সাথে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "প্রভু, আমি কি করিব?" (প্রেরিত ২২:১০)। তাহাকে দম্মেশকে যেতে বলা হয়েছিল, যেখানে তাহাকে বলা হবে তাহাকে কি করতে হবে (প্রেরিত ৯:৬)। যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন, সেখানে তাহার কাছে অননিয়ের দ্বারা উত্তর

না পাঠানো পর্যন্ত তিন দিন উপবাস ও প্রার্থনাপূর্বক অপেক্ষা করেছিলেন।

শৌল মন পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি তাহার জীবন পথের প্রসঙ্গত সমস্ত ইচ্ছার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেছিলেন। তাহার জীবন যিহূদী ধর্মের ও খ্রীষ্টের মণ্ডলীর নির্যাতন করতে উৎসর্গীকৃত ছিল; যখন তিনি দম্মেশকের পথে মন পরিবর্তন করেছিলেন, তাহার জীবন সম্পূর্ণ ভাবে একটি নতুন পথ গ্রহণ করেছিল। তাহার ইচ্ছার একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্বারা তিনি তাহার পুরাতন জীবন হতে ফিরেছিলেন যাহা তাহার সমস্ত ব্যক্তিত্বের বুদ্ধির, আবেগের, ও বিবেকের উপরে প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন, "যাহা যাহা আমার লাভ ছিল, সেই সমস্ত খ্রীষ্টের নিমিত্ত ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিলাম" (ফিলি ৩:৭)।

খ্রীষ্টিয়ানগন হল সেই ধরনের লোক যাহারা শৌলের মত মন পরিবর্তনের মাধ্যমে পাপ হতে ফিরেছেন। ঈশ্বরের লোকদের জীবন পদ্ধতি হল সর্বপ্রকার মন্দ বিষয় হতে দূরে থাকা (১থিষ ৫:২২), এই জগতের অনুরূপ না হওয়া (রোমীয় ১২:২), উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজয় করা (রোমীয় ১২:২১), এবং উত্তম ব্যবহার দ্বারা যে কোন মিথ্যা অভিযোগকে স্তব্ধ করা (১পিতর ২:১২)।

পাপ হতে খ্রীষ্টের প্রতি ফেরা

দ্বিতীয়ত, মন পরিবর্তন হল খ্রীষ্টের দিকে ফেরা। ইহা কেবলমাত্র মন্দের প্রতি নাবোধক প্রতিক্রিয়া নয়; ইহা হল খ্রীষ্টের প্রতি একটি হ্যাঁবোধক প্রতিক্রিয়াও।

পৌল থিষলনীকীয়দের প্রশংসা করেছিলেন কারণ তাহাদের মনপরিবর্তনে তাহারা "প্রতিমাগণ হইতে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছ, যেন জীবন্ত সত্য ঈশ্বরের সেবা করিতে পার" (১থিষ ১:৯)। যদি কেহ পাপ থেকে ফিরে কিন্তু ঈশ্বরের দিকে না আইসে, তবে নতুন নিয়মে লিখিত এই শব্দটির সম্পূর্ণ অর্থ অনুসারে তিনি মন পরিবর্তন করেন নাই।

নতুন নিয়মে প্রচারের মূলে ছিল খ্রীষ্টকে উচ্চীকৃত করা। সকল

ঈশ্বর নিঃশ্বসিত ব্যক্তিরা যে ধরনের প্রচার করেছিলেন তাহার একটি উদাহরণ হল লূকের বর্ণনা অনুসারে শমরিয়াতে ফিলিপের প্রচারঃ "ফিলিপ শমরিয়ার নগরে গিয়া লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করিতে লাগিলেন" (প্রেরিত ৮:৫)। যখন লোকেরা এই ধরনের প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হতেছিল, তখন তাহারা পাপ পরিত্যাগ করেছিল ও সুসমাচারের বার্তার প্রতি বশীভূত হয়ে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল। ইফিষে পৌলের প্রচারের পরে, মন পরিবর্তনের উভয় দিকই পরিলক্ষিত হয়েছিল। লূক বলেছিলেন,

> তাহাতে সকলে ভয়গ্রস্থ হইল, এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত হইতে লাগিল৷ আর যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহাদের অনেকে আসিয়া আপন আপন ক্রিয়া স্বীকার ও প্রকাশ করিতে লাগিল৷ আর যাহারা যাদুক্রিয়া করিত, তাহাদের মধ্যে অনেকে আপন আপন পুস্তক আনিয়া একত্র করিয়া সকলের সাক্ষাতে পোড়াইয়া ফেলিল (প্রেরিত ১৯:১৭বি-১৯এ)।

মন পরিবর্তনকৃত ইফিষীয়ের লোকেরা খ্রীষ্টকে চিনতে পেরেছিল ও তাহাদের মন্দ ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ করেছিল।

শৌলের মন পরিবর্তন ছিল উভয়ই; পাপ হতে ফেরা এবং খ্রীষ্টের প্রতি ফেরা। খ্রীষ্টিয়ানদের নির্যাতন করতে তিনি দম্মেশকের উদ্দেশ্যে তাহার যাত্রা পথে ছিলেন। মোশির ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করে, তিনি নৈতিক ও আনুষ্ঠানিক অপরাধ হতে মুক্ত ছিলেন। তিনি কোন ভাবেই একজন অবাধ্য পাপী ছিলেন না। সুতরাং তাহার মন পরিবর্তন দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে তাহার প্রধান আকাঙ্ক্ষাটি প্রভাবিত হয় নাই, তাহার শিশুকাল অবধি এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তিনি পরিচালিত হয়েছিলেন এবং মোশির ব্যবস্থাগুলি বিশ্বস্তভাবে পালনের মাধ্যমে ইহা প্রতীয়মান করেছিলেন। যাহা হউক, খ্রীষ্টিয়ানদের নির্যাতন করা তাহার মহাপাপ ছিল। ফলতঃ, ঈশ্বরের সম্মুখে তাহার মন পরিবর্তনের ফল ছিল খ্রীষ্টিয়ানদের নির্যাতন ও খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য নিন্দা করবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করবার যে পূর্ববর্তী বিশ্বাস তাহার ছিল তাহা প্রত্যাখান করা। ইহাতে আরও প্রয়োজন হয়েছিল খ্রীষ্টের প্রতি ফেরা, প্রভু হিসাবে তাঁহাকে স্বীকার করা এবং

নম্রভাবে তাঁহার ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হওয়া।

পৌল নিজেই তাহার মন পরিবর্তনের বিষয় বর্ণনা করেছিলেন ফিলিপীয় ৩:৮-১১ পদেঃ

> আর বাস্তবিক আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি সকলই ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেছি; তাঁহার নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ গণ্য করিতেছি, যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি, এবং তাঁহাতেই যেন আমাকে দেখিতে পাওয়া যায়; আমার নিজের ধার্মিকতা, যাহা ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্য, তাহা যেন আমার না হয়, কিন্তু যে ধার্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা হয়, বিশ্বাসমূলক যে ধার্মিকতা ঈশ্বর হইতে পাওয়া যায়, তাহাই যেন আমার হয়; যেন আমি তাঁহাকে, তাঁহার পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁহার দুঃখভোগের সহভাগিতা জানিতে পারি, এইরূপে তাঁহার মৃত্যুর সমরূপ হই; কোন মতে যদি মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থানের ভাগী হইতে পারি৷

অতএব, শৌল পাপ হতে খ্রীষ্টের প্রতি ফিরেছিলেন। তাহার মন পরিবর্তন হ্যাঁ এবং না বোধক উভয়ই ছিল, তাহার জীবনের পূর্ববর্তী পথ হতে ফেরা, এবং খ্রীষ্টেতে জীবনের একটি নতুন ও অধিকতর উত্তম পথে ফেরা।

মণ্ডলী হল অনুতপ্ত মানুষের সমন্বয়ে খ্রীষ্টের দেহ, খ্রীষ্টের অনুগত হয়ে জীবন ধারণ করে। ইহার সদস্যগণ খ্রীষ্টের সহিত এক হয়ে আছে। মন পরিবর্তনের মাধ্যমে, খ্রীষ্টিয়ান পবিত্রতার এবং ধার্মিকতার জীবনে প্রবেশ করেছে। তিনি খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশারোপিত হয়েছেন, এবং তাহার মন পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত নতুন জীবনে সে ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস দ্বারা জীবন যাপন করেন (গালা ২:২০)। ঈশ্বরের অনুশোচনাগ্রস্থ লোক হিসাবে, খ্রীষ্টিয়ানগন খ্রীষ্টের নাম পরিধান করে, খ্রীষ্টের সাথে ঐক্যতায় জীবন যাপন করে, উপাসনায় খ্রীষ্টকে উষ্ণীকৃত করে, এবং তাঁহার আগমন-কালীন সময়ে বা মৃত্যুতে তাঁহার সহিত আরও পরিপূর্ণ হতে আরও ধার্মিক হতে বাধ্য হয়।

জীবনের জন্য, পাপ থেক, খ্রীষ্টের প্রতি ফেরা

তৃতীয়ত, মন পরিবর্তন হল জীবনের জন্য পাপ থেকে খ্রীষ্টের

দিকে ফেরা। যীশু কাউকে ধর্মীয় অবকাশ, মন্দতা হতে সাময়িক বিরাম নিতে আহবান করেন নাই। তিনি বলেছেন সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে, যাহা তিনি জল ও আত্মায় জন্ম বলে উল্লেখ করেছিলেন, এমন এক জন্ম যাহা উর্ধ্বস্থান হতে হয় (যোহন ৩:৫)। এই পরিবর্তন এতই মৌলিক এবং স্থায়ী যে পৌল ইহাকে আত্মিক ত্বকছেদের সহিত তুলনা করেছিলেন, ঈশ্বরের কাজের মাধ্যমে মাংসময় দেহের একটি সম্পূর্ণ অপসারণ।

> আর তাঁহাতেই তোমরা অহস্তকৃত ত্বকছেদে, মাংসের দেহ বস্ত্রবৎ পরিত্যাগে, খ্রীষ্টের ত্বকছেদে, ছিন্নত্বক হইয়াছ (কল ২:১১)।

পৌল বলেছেন যে ধর্মান্তরিতকরণ অর্থ পুরাতন মনুষ্যকে পরিত্যাগ করা ও নতুন মনুষ্যকে পরিধান করা, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি পুরাতন ময়লা, পরিধান অযোগ্য কাপড় আর কখনও পরিধান না করবার অভিপ্রায়ে আলাদা করে রাখে (ইফি ৪:২৪; কল ৩:১০)। ঈশ্বর আমাদিগকে পাপ ও মৃত্যু হতে রক্ষা করেছেন এবং খ্রীষ্টে আমাদিগকে জীবন দিয়েছেন যখন আমরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা মুক্তি পেয়েছি (কল ২:১৩)।

মন পরিবর্তন হল একটি চলমান প্রতিজ্ঞা। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়ায়, আমাদের মাংসের কার্যগুলি মৃত্যুতে সমর্পণ করতে হবে। এর পরেও, খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের একটি কাজ হল এই কার্যগুলিকে পুনরায় জাগরিত না করা। পৌল বলেছিলেন, "অতএব তোমরা পৃথিবীস্থ আপন আপন অঙ্গ সকল মৃত্যুসাৎ কর—যথা বেশ্যাগমন, অশুচিতা, মোহ, কুঅভিলাষ, এবং লোভ, ইহা ত প্রতিমাপূজা" (কল ৩:৫)। তিনি আরও বলেছিলেন,

> কিন্তু এখন তোমরাও এই সকল ত্যাগ কর—ক্রোধ, রাগ, হিংসা, নিন্দা ও তোমাদের মুখনির্গত কুৎসিত আলাপ। এক জন অন্য জনের কাছে মিথ্যা কথা কহিও না; কেননা তোমরা পুরাতন মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়াসুদ্ধ বস্ত্রবৎ ত্যাগ করিয়াছ, এবং সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান করিয়াছ (কল ৩:৮,৯)।

পৌল কোন এক সময়ে পরিত্যাগ করিবার কথা লিখেছিলেন, মৃত্যু

সামিল, এবং ধারাবাহিক পরিত্যাগ করা, যাহা একটি চলমান মন পরিবর্তন।

শৌলের ধর্মান্তরিত-করণের ঘটনা ছাড়া মন পরিবর্তন অর্থের আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য আমরা আর কোথায় পড়তে পারি? কোন একজন বলেছিলেন, "আমরা এখনও দেখি নাই যে ঈশ্বর একজন লোক দিয়ে কি করতে পারেন যিনি সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহার উদ্দেশ্যে দীক্ষা নিয়েছেন।" যদি আমরা না পাই, আমরা শৌলের জীবনে এই ব্যাপারে খুব কাছাকাছি এসেছি। শৌলের ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে পৃথিবীতে ইহার প্রভাব দুই হাজার বছর যাবত অনুভূত হয়ে আসতেছে। খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে তাহার সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়। তিনি তাহার জীবনকে ক্রুশের পদতলে রেখেছিলেন সেবার জন্য এবং উত্তম যাহা কিছু খ্রীষ্ট উহা দ্বারা করতে পারতেন।

যখন মহামহিম অ্যালেক্সান্ডার বিশাল যুদ্ধের জন্য তাহার সৈন্যদলকে তীরে উপস্থিত করেছিলেন, ইহা উল্লেখ আছে যে জাহাজ গুলি খালি করার পরে পুড়িয়ে ফেলার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। অ্যালেক্সান্ডার পিছনে ফিরে যাবার সম্ভাবনা বিবেচনা করতেন না। তাহার জন্য অথবা তাহার লোকদের জন্য পিছনে ফিরে যাওয়া চলবে না। ভবিষ্যৎ বলতে যদি তাহাদের কিছু থেকে থাকে তবে তাহা সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া, পশ্চাৎ দিকে নয়। শৌলের জীবনও ছিল অনুরূপ। তিনি তাহার হৃদয়ে কোন স্থান রাখেন নাই পিছনে ফিরে যাবার জন্য কোন প্রকার মনোভাব বা কোন প্রকার সম্ভাবনা।

ঈশ্বরের লোক, মণ্ডলী, একটি প্রতিজ্ঞা করেছে- তাহা এতই সবল যে ইহাকে রূপান্তর বলে পরিচয় দেয়া যায়, যাহা মৃত্যু হতে জীবনে উত্তীর্ণ হওয়া (১যোহন ৩:১৪)। তাহারা জীবনের জন্য খ্রীষ্টে নতুন মনুষ্যকে পরিধান করেছে। উহা সময়ের কোন এক পর্যায়ে একবার ঘটেছিল, যখন খ্রীষ্টে তাহাদের ধর্মান্তরিত-করণ সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু হৃদয় পরিষ্কার করা ছিল তাদের জন্য একটি অবিরাম চলমান কর্তব্য (রোমীয় ৬:২বি)। পুরাতন মনুষ্যকে মৃত্যুবরণ করানো হয়েছে,

কিন্তু তিনি আবার জীবনে ফিরে আসবার জন্য চেষ্টা করবেন যদি তাহাকে পুনরুত্থানের কোন সুযোগ দেওয়া হয় (রোমীয় ৬:১২,১৩), খ্রীষ্টিয়ানদের অবশ্যই প্রজ্ঞা-সহকারে চলতে সতর্ক থাকতে হবে, বুদ্ধিহীনতায় নয় (ইফি ৫:১৭)। তিনি অন্ধকারের ফলহীন কর্মের সহভাগি হবেন না, বরং উহা প্রকাশ করে দিবেন (ইফি ৫:১১)। তিনি মারা গিয়েছেন, এবং তাহার জীবন খ্রীষ্টের সাথে ঈশ্বরে গুপ্ত আছে (কল ৩:৩)। একজন খ্রীষ্টিয়ান নিজেকে ঈশ্বরের নিকটে উপস্থাপন করবেন এমন ভাবে যিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন এবং এমন ভাবে যাহার দেহ ধার্মিকতার জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছে (রোমীয় ৬:১৩)।

উপসংহার

প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছে জবাব দিতে হবে যাহার জন্য তাহার দায়িত্ব হল মন ফিরানো এবং এমন জীবন যাপন করা যাহা মন পরিবর্তনের জন্য অপরিহার্য। মন পরিবর্তন হল ইচ্ছার এক বিশাল পরিবর্তন, এবং জীবনের জন্য পাপ হতে খ্রীষ্টের প্রতি ফেরা। ইহা পাপের দোষ স্বীকার, ঈশ্বর ভক্তিযুক্ত দুঃখ, এবং ঈশ্বরের মহত্বতা দ্বারা পাওয়া যায়। ইহার ফলে একটি রূপান্তর ঘটে যাহা জীবনে একটি নতুন ব্যক্তি সত্বাকে আনয়ন করে যিনি খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে গুপ্ত থাকেন।

মণ্ডলী হল নতুন ব্যক্তিদের একটি সমাজ। তাহারা সিদ্ধ নয়, কিন্তু তাহারা শুচিতা, ভক্তি, ও ধার্মিকতার অনুসরণ করে। তাহাদের জীবন সংকল্প হল প্রভুর সেবা কার্য্যের জন্য সম্মানের পাত্র হওয়া।

মন পরিবর্তনের তিনটি উদ্দীপনাকে বাক্যে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, পৌল বলেছিলেন যে ঈশ্বরের মহত্বতা মন পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, "অথবা তাঁহার মধুর ভাব, ধৈর্য ও চিরসহিষ্ণুতারূপ ধন কি হেয়জ্ঞান করিতেছ? ঈশ্বরের মধুর ভাব যে তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকে লইয়া যায়, ইহা কি জান না?" (রোমীয় ২:৪)। দ্বিতীয়ত, পিতর পুরস্কারের প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ

করেছিলেন, "অতএব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়, যেন এইরূপে প্রভুর সম্মুখ হইতে তাপশান্তির সময় উপস্থিত হয়" (প্রেরিত ৩:১৯,২০)। তৃতীয়ত, শাস্তির ভয়কে যোহন উল্লেখ করেছিলেনঃ

> সেই সময়ে যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার প্রান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল ... আর এখনই গাছগুলির মূলে কুড়াল লাগান আছে; অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায় (মথি ৩:১-১০)।

ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে একমাত্র মন পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়, কিন্তু মন পরিবর্তনই আমাদের মধ্যে বাধ্যতার আত্মা সৃষ্টি করে। এরূপ আত্মা আমাদেরকে ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন করতে বাধ্য করে যাহা তিনি খ্রীষ্টে আসবার জন্য আবশ্যক করেছেন। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি জীবনকে উন্মুক্ত করে।

ইহা উক্ত হয়েছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ আজ্ঞাটি আমাদের পরিত্রাতার সর্বশেষ কথা ছিল না কিন্তু মন পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এশিয়ার সাতটি মণ্ডলীর মধ্যে পাঁচটির জন্য তাঁহার আহবান ছিল (প্রকা ১-৩)। যদি আপনি মন পরিবর্তন না করে থাকেন এবং ঈশ্বরের অনুতপ্ত লোকদের ন্যায় জীবন যাপন করতে খ্রীষ্টের দেহে এসে থাকেন, তবে এর চেয়ে অধিকতর কোন কিছুর প্রয়োজন আপনার জন্য নেই। যদি আপনি একজন খ্রীষ্টিয়ান হয়ে থাকেন, খ্রীষ্টেতে একজন নতুন মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করে থাকেন, তবে আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব হল, আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তদনুসারে জীবন যাপন করা।

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 291 পৃষ্ঠায়)

১। মৃত্যু কিভাবে ধনী ব্যক্তির চিন্তার পরিবর্তন করেছিল?

২। কেন "মন পরিবর্তন" শব্দটি একটি কোণস্থ প্রস্তর এবং যিনি খ্রীষ্টিয়ান হতে চাহেন তাহার জন্য একটি প্রধান মনোভাব?

৩। যিনি পাপ করেছেন তাহার কাছে মনোদুঃখ অপেক্ষা কেন মন

পরিবর্তন অধিক গুরুত্বপূর্ণ?

৪। ব্যাখ্যা কর কেন শুধুমাত্র ঈশ্বর ভক্তিযুক্ত মনোদুঃখ মন পরিবর্তন নয়।

৫। শৌলের ধর্মান্তরে কিভাবে মন পরিবর্তন দেখা যেতে পারে?

৬। কেন পৌল থিষলনীকীয়দের প্রশংসা করেছিলেন?

৭। কিভাবে পাপের স্বীকার অপেক্ষা মন পরিবর্তন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ?

৮। মন পরিবর্তনের শাস্ত্রীয় উদ্দীপনা তিনটি কি কি?

পুনঃ বাইবেল অধ্যয়নের একটি নির্দেশিকা

কে মন পরিবর্তন করবে?-২ পিতর ৩:৯; প্রেরিত ১৭:৩০,৩১; লূক ১৩:৩।

নতুন নিয়মে মন পরিবর্তনের উদাহরণ-হারানো পুত্র (লূক ১৫:১১-২৪); সক্কেয় (লূক ১৯:২-৮)।

মন পরিবর্তনের মূল্য-মথি ১০:৩৪-৩৯; লূক ১২:৫১-৫৩।

ধর্মান্তরিত হওয়ার উদাহরণগুলি-প্রেরিত ২:৩৬-৪৭; ৮:৫,৬,১২, ১৮-২২, ২৬-৩৯; ৯:১-১৮; ১০:১-৪৮; ১৬:১৩-১৫, ২৫-৩৪; ১৯:১-৫।

খ্রীষ্টিয় প্রভাব-মথি ৫:১৩-১৬; ১করি ১৫:৩৩।

যীশু সকল লোকদের জন্য তাঁহার রক্ত দিয়েছিলেন-বাধ্যদের জন্য পরিত্রাণ প্রদত্ত হয়েছে (ইব্রীয় ৯:১১-১৪); বৃষের ও ছাগের রক্ত পাপ মোচনের জন্য যথেষ্ট নয় (ইব্রীয় ১০:৪); তাঁহার রক্ত আমাদের মুক্তি দিয়েছে (১পিতর ১:১৮,১৯); যীশু প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর আস্বাদন গ্রহণ করেছিলেন (ইব্রীয় ২:৯)।

যখন আমরা ক্রুশের দিকে তাকাই তখন আমরা শিক্ষা পাই-যে আমাদের একজন পরিত্রাণ দাতার প্রয়োজন (রোমীয় ৩:২৩; ৫:১২); ঈশ্বর আমাদের কত ভালবাসেন (যোহন ৩:১৬); খ্রীষ্ট লোকদের ভালবাসেন যদিও তাহারা পাপী (রোমীয় ৫:৮,৯); পরিত্রাণ হল ঈশ্বর হতে দান (ইফি ২:৮-১০)।

যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু আমাদের পরিত্রাণ করে যখন আমরা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাহার রক্তের সংস্পর্শে আসি-বাপ্তিস্মে আমরা তাঁহার সাথে সমাধি প্রাপ্ত হই (রোমীয় ৬:৩,৪)। বাপ্তিস্ম উদ্ধার করে (১পিতর ৩:২১)।

সু-সমাচারে বাধ্য হওয়ার পরে একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আপনি কিভাবে জীবন যাপন করতে পারেন?

১। *আত্মিক বৃদ্ধিতে দৃঢ় সংকল্প রাখুন।* বৃদ্ধি পেতে সমস্ত প্রকার চেষ্টা করুন (২পিতর ১:১-১০)। বৃদ্ধি পেতে পরিকল্পনা করুন (ফিলি ৩:৭-১৫)।

২। *বাইবেল পড়ুন।* বাক্য সঠিকভাবে ব্যবহার করুন (২তীম ২:১৫)। জ্ঞানের বৃদ্ধি করুন (২পিতর ৩:১৮)। প্রতিদিন শাস্ত্র পড়ুন (প্রেরিত ১৭:১১)। নম্রতার সাথে বাক্য গ্রহণ করুন এবং ইহা পালন করুন (যাকোব ১:২১-২৫)।

৩। *আপনার জীবনে খ্রীষ্টিয় অনুগ্রহ সকল যুক্ত করুন।* বিশ্বাস, উন্নত নৈতিক চরিত্র, জ্ঞান, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য, ভক্তি, ভ্রাতৃ সদয়, ও প্রেম যুক্ত করুন (২পিতর ১:৫-৭)।

৪। *প্রতিদিন প্রার্থনা করুন।* প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করুন (যাকোব ১:৫,৬)। অবিরত প্রার্থনা করুন (১থিষ ৫:১৭)।

৫। *প্রতিনিয়ত উপাসনা করুন (যদি সম্ভব হয়, অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে)।* সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ করবেন না (ইব্রীয় ১০:২৫)। আপনার এলাকায় যদি কোন মণ্ডলী না থাকে, তবে আপনি আপনার বাড়ীতে একটি শুরু করতে পারেন (296 পৃষ্ঠা দেখুন)। আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করুন (যোহন ৪:২৪)।

৬। *যীশু সম্পর্কে অন্যদের বলুন।* যতটুকু পারবেন আপনি ততটুকু সকলকে শিক্ষা দান করুন (মথি ২৮:১৮-২০); মার্ক ১৬:১৫,১৬)। এই বইটি বন্ধুদের সাথে সহভাগিতা করুন এবং তাহাদিগকে খ্রীষ্টিয়ান হতে সাহায্য করুন।

৭। *সৎ কর্ম করুন।* যাহারা যীশুর দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে তাহারা সৎ কর্ম করতে সৃষ্ট হয়েছে (ইফি ২:১০)।